ইত্তেফাক

তারিখ 13 MAY 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

009

প্রাথমিক শিক্ষা

[illegible] সমস্যার অন্ত নাই। পদে পদে সমস্যা। আর এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থ ও পরিসম্পদ প্রয়োজন তাহাও নাই দেশটির। এমতাবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের যে প্রক্রিয়া প্রত্যাশিত তাহা হইতেছে সমস্যার অগ্রাধিকার নির্বাচন ও পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ। বিশেষ করিয়া শিক্ষা সমস্যার ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহা কখনো হয় নাই। দেশে প্রথম প্রয়োজন সার্বজনীন বা প্রাথমিক শিক্ষা নাকি উচ্চ শিক্ষা—সরকারী পদক্ষেপে এখনো ইহা স্পষ্ট নয়। তবে ইহা সত্য, সরকার মুখে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলিয়া থাকেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণেও সচেষ্ট হন। কিন্তু শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে শিক্ষাদান করেন কিনা, আরো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে কিনা, অথবা কিভাবে সকলকে অক্ষরজ্ঞান দান করা যায় সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কার্যকলাপে তাহা কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না।

দেশে যতই উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হউক, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী অর্থ-প্রযুক্তি ইত্যাদি আমদানী হউক,—ইহা নূতন করিয়া উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, নাগরিকদের ধারণ ক্ষমতা না থাকিলে ইহার কোনটাই কোন কাজে আসিবে না। এবং দেশে প্রবর্তিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী যে প্রত্যাশিত ফললাভে ব্যর্থ হইতেছে তাহা নাগরিকদের ঐ ধারণ ক্ষমতার অভাবেই। বলা বাহুল্য, নাগরিকদের ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টির প্রধানতম শর্ত হইতেছে, নিদেনপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মসূচী ও তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার সামর্থ্য অর্জন করা। অথচ উন্নয়নের এই যে অপরিহার্য শর্ত—পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। দেশের প্রায় সকল অঞ্চল হইতেই এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ আসিতেছে। এই অভিযোগগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ নাই, টেবিল-চেয়ার নাই, দেয়াল ধসিয়া পড়িতেছে। ইহাছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান হার অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করার [illegible]-যোগও কম নাই। অন্যদিকে বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ চালু আছে সেগুলিকে রেজিস্ট্রেশন ও আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হইতেছে না। টাঙ্গাইল, বান্দরবন, কুড়িগ্রাম, শরিয়তপুর, মেহেরপুর, বাগেরহাট ও ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঝিনাইদহের শৈলকুপা ও বান্দরবনের সংবাদটি খুবই গুরুতর। শৈলকুপা উপজেলায় ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ষাটের দশকে এবং এই বিদ্যালয়গুলিতে নাকি গ্রাজুয়েট ও পিটিআই পাস শিক্ষক নিয়োজিত। কিন্তু শিক্ষা দফতর তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেন নাই। একইভাবে বান্দরবনের গুংগুরু পাড়ায় ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পশ্চাদপদ খেয়াং উপজাতিদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ও রেজিস্ট্রেশন পায় নাই। ফলে স্বল্পবেতনে শিক্ষকদের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান সম্ভব হইতেছে না তেমনি অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রাপ্য শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

পূর্বেই অগ্রাধিকারের ব্যাপারটি উল্লেখিত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ বরাদ্দে কাহারো কোন আপত্তি নাই। তবে উচ্চ শিক্ষিতদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান একইভাবে দেশের উন্নয়নে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। অন্যদিকে দেশের সাধারণ মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দান করা বিশেষতঃ তরুণ ও নূতন বংশধরদের অন্ততঃ প্রাত্যহিক জীবন চালনা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী প্রাথমিক শিক্ষাদান জাতীয় অপরিহার্য কর্তব্য। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে দরিদ্র অভিভাবকেরা যেখানে বিদ্যালয় হইতে সন্তানদের ফিরাইয়া আনিয়া কর্মে প্রবিষ্ট করিতেছে তখন প্রাথমিক শিক্ষা আরো সহজলভ্য করা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীরই অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক।